# সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র (সিআইডব্লিউএম) প্রতিষ্ঠা-

# ইতিহাস ও দলিল

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী [আরডিএ], বগুড়া

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

খলিল আহমদ
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া।

# উপদেষ্টার দু'টি কথা

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়ার মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। সরকারী বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন- বার্ড, আরডিএ ও বিআরডিবি দীর্ঘদিন ধরে দেশের পল্লী উন্নয়নে বিশেষ করে দারিদ্র্য বিমোচনে কাজ করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

আরডিএ, বগুড়া সরকারের সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হওয়ায় নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বিশেষতঃ পল্লী উন্নয়নমূলক গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা করে বিভিন্ন টেকসই মডেল উদ্ভাবনের প্রাধিকার রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া প্রায় তিন দশক ধরে পল্লীর মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের কৃষি উন্নয়নে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার উপর নিরন্তর গবেষণা করে দেশে পানি সম্পদ উন্নয়নের 'স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ'; 'ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা' এবং 'আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও গভীর নলকূপের পানির বহুবিদ ব্যবহার' ইত্যাদি পরিবেশ বান্ধব মডেল উদ্ভাবন করেছে। তবে একাডেমী ম্যান্ডেটে উদ্ভাবিত এ মডেল/প্রযুক্তিসমূহ সম্প্রসারণে বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে উদ্ভাবিত এসকল প্রায়োগিক গবেষণার অর্জিত ফলাফল ও মডেলসমূহ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার মাধ্যমে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ সময় সাপেক্ষ্য ।

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করে সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নে একাডেমীর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরো টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক করাসহ দ্রুত সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়কণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে আরডিএ, বগুড়ার পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সভায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" শিরোনামের বিশেষায়িত সেল চালু করার মাধ্যমে উদ্ভাবিত এ মডেল/প্রযুক্তিসমূহ স্বল্প পরিসরে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। কিন্তু উক্ত সেলটির কিছু প্রশাসনিক উদ্যোগের অভাবে কিছু দূর্বলতা পরীলক্ষিত হওয়ায় কিছু প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ/উদ্যোগ গ্রহণ করা সমীচীন। প্রকাশনাটি সেন্টারটি পরিচালনা ও উন্নয়নের সাথে জড়িত সংশ্লিষ্টদের জন্য সহায়ক হবে। এ লক্ষ্যে প্রামাণ্য স্মারকটি প্রকাশিত হলো।

# মুখবন্ধ

পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়া স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি প্রশিক্ষণ, গবেষণামূলক সংবিধিবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটির মূল দায়িত্বের অংশ হিসেবে প্রায় তিন দশক ধরে পল্লীর নিপীড়িত, দরিদ্র ও অবহেলিত মানুষের আর্থ-সামাজিক ও জীবন জীবিকা উন্নয়নে দেশের কৃষি উন্নয়নে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার উপর নিরন্তর গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচারনা করে দেশে পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিবেশ বান্ধব বিভিন্ন মডেল উদ্ভাবন করেছে। যার স্বকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়াকে স্বাধীনতা পদক -২০০৪ এ ভূষিত করে। এছাড়াও পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন বিষয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার ১৪১৫ (স্বর্ণ পদক) ভূষিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে African Asian Rural Development Organization (AARDO) কর্তৃক ২০১২ সালে AARDO পল্লী উন্নয়ন পদক অর্জন এবং পরিবেশ বান্ধব কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০১০ সালে "বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার" ১৪১৫ (স্বর্ণ পদক) ভূষিত হয়েছে।

পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব বিবেচনায় সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নে একাডেমীর অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরো টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক করাসহ দ্রুত সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়কণের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সভায় একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

একাডেমীর প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে অদ্যাবধি সকল মহাপরিচালকবৃন্দ, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, সেচ ব্যবস্থাপনা অনুষদ (এফআইএম) সদস্য, প্রশাসন বিভাগসহ একাডেমীর সকল বিভাগের পরিচালকবৃন্দ, কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও পরিচালক প্রকৌশলী ড. এম এ মতিনসহ প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সর্বজনাব প্রকৌশলী মাহমুদ হোসেন খান, প্রকৌশলী মোঃ নজরুল ইসলাম খান, পরিচালক এবং একাডেমীর অনুষদ সদস্য ও কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ।

বিশেষ করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সচিবসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সিআইডব্লিউএম প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠা পরবর্তী কর্মকান্ড সফল পরিচালিত হয়ে আসছে এ জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

বিনম্র শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার "পরিচালনা পর্ষদ" এর মাননীয় সভাপতি, সহসভাপতি ও সকল সম্মানীত সদস্যবৃন্দকে। যাদের মূল্যবান পারামর্শ ও দিক নির্দেশনায় আরডিএ, বগুড়ার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সর্বপরি একাডেমীর বর্তমান মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব খলিল আহমদ এর মূল্যবান পরামর্শ, দিক নির্দেশনায় প্রামান্য স্মারক দলিলটি গ্রন্থটি সংকলিত হওয়ায় তার প্রতি রইল স্বকৃতজ্ঞ ভালভাসা ও অভিনন্দন।

একাডেমীর টেবুলেটর জনাব মুকুল হোসেন, জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত প্রশাসনিক কর্মকর্তা, সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়া; জনাব মোঃ রাসেল রানা, কম্পিউটার অপারেটর, সোলার প্রকল্প, আরডিএ, বগুড়া; জনাব মোঃ আব্দুল ওয়ারেস, জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, সহকারী কম্পিউটার অপারেটর, সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়া এবং জনাব মোঃ আমির হোসেন, ফটোকপি অপারেটর, সিআইডব্লিউএম, আরডিএ, বগুড়াগণের সার্বিক সহযোগিতায় স্মারক দলিলটি সংকলিত হওয়ায় তাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

# সম্পাদকীয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় ১৯৭৪ সালের ১৯ জুন পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (আরডিএ), বগুড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে। একাডেমীর মূল দায়িত্ব প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা। একাডেমী প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে উল্লিখিত দায়িত্ব সফলভাবে পালন করে আসছে। সরকারী বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান যেমন বার্ড, আরডিএ ও বিআরডিবি দীর্ঘদিন ধরে দেশের পল্লী উন্নয়নে বিশেষ করে দারিদ্র বিমোচনে সফলভাবে কাজ করে আসছে। এ সকল প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে দেশের উন্নয়নের ধারা অব্যহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

একাডেমীর সূচনালগ্ন থেকে দেশের আর্থ-সামাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নের একাডেমীর সেচ ব্যবস্থাপনা অনুষদ (এফআইএম) এর মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালিত হয়ে আসছিল।

একাডেমীর এফআইএম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম এ মতিনের নেতৃত্বে সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নে গবেষণা ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে "স্বল্প ব্যয়ে গভীর নলকূপ, ভূ-গর্ভস্থ সেচনালা, আর্সেনিকমুক্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ ও গভীর নলকূপের পানির উৎপাদনমূখী বহুবিদ ব্যবহার" মডেল উদ্ভাবিত হয়। পরবর্তীতে অপর এফআইএম সদস্য সাবেক পরিচালক ইঞ্জিনিয়ার জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম খান সুইডেনে "ওয়াটার সিম্পোসিয়াম ও গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ মিটিং-এ" অংশগ্রহণ শেষে দেশে ফিরে গত ২৭/০৯/১৯৯৯ সালে একাডেমীর অনুষদ পরিষদের ২৭তম সভায় অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ একাডেমীতে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি বিশেষায়িত সেল চালু করণের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। জনাব খান তাঁর উপস্থাপনায় বিশেষ করে সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের দর্শন ও ধারণাপত্র বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। ইঞ্জিনিয়ার এম এ মতিন বলেন পানি সম্পদের উপর সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানই রাজধানী বা বিভাগীয় শহর কেন্দ্রীক হওয়ায় রাজধানীর বহিরে এ সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠান পল্লী উন্নয়নে আশানুরূপ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। সে লক্ষ্যে প্রয়োজন সম্প্রসারণধর্মী গবেষণা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা। যার মাধ্যমে একাডেমীতে বিগত এবং বর্তমান সেচ ব্যবস্থাপনা অনুষদের কার্যক্রম প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চলমান রাখা এবং সমগ্র দেশে এ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা সম্ভব হবে বলে মতামত ব্যক্ত করেন।

এ সকল বিষয়াদি বিবেচনায় নিয়ে পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অনুধাবন করে দেশের আর্থ-সমাজিক ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সেচ ও পানি সম্পদ উন্নয়নে একাডেমীর তিন দশকের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আরো টেকসই ও প্রাতিষ্ঠানিক করাসহ দ্রুত সম্প্রসারণ ও জনপ্রিয়কণের লক্ষ্যে ২০০২ সালে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ আরডিএ, বগুড়া'র প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট (সিআইডব্লিউএম)" প্রতিষ্ঠার জন্য একটি ডিও পত্র জারি করে **(পরিশিষ্ট-০১; পৃষ্ঠা ০২-০৭)।**

উক্ত ডিও পত্রের প্রেক্ষিতে ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, বগুড়ার পরিচালনা বোর্ডের ৩০তম সভায় একাডেমীর বিগত দুই দশকেরও অধিক সময় ধরে সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনার অর্জিত সাফল্যসমূহ দেশব্যাপী মাঠ পর্যায়ে দ্রুত সম্প্রসারণ, জনপ্রিয়করণ এবং এর ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে একাডেমীর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে একটি বিশেষায়িত সেল খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত **(পরিশিষ্ট-০২; পৃষ্ঠা ০৮-১১)** হয়। সেই সাথে একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে প্রস্তাবিত সেন্টারের কাঠামো ও কার্যপরিধি নির্ধারণের জন্য একাডেমীর তৎকালীন অতিরিক্ত মহাপরিচালককে আহবায়ক করে চার সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন **(পরিশিষ্ট-০৩; পৃষ্ঠা ১২)।** গঠিত কমিটি ৩১তম বোর্ড সভার পূর্বে কাঠামো ও ধারনাপত্র উপস্থাপনের খসড়া জনবল কাঠামো প্রণয়ন করে ৩১তম বোর্ড সভায় উপস্থাপনের সুপারিশ করে। ২০০৩ সালে পরিচালনা বোর্ডের ৩১তম সভায় একাডেমীর প্রশাসনিক

নিয়ন্ত্রণে "সেন্টার ফর ইরিগেশন এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট" শিরোনামের বিশেষায়িত সেলটি অনুমোদন প্রদান করা হয় **(পরিশিষ্ট-০৪; পৃষ্ঠা ১৩-২০)** এবং প্রস্তাবিত সাংগঠনিক কাঠামোটি আরো ছোট আকারে প্রণয়ন করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করা হলে সে মোতাবেক একাডেমীর পরিচালনা বোর্ডের ৩২তম সভায় **সিআইডব্লিউএম এর** ২৯ জনবলের সাংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় **(পরিশিষ্ট-০৫ ও ০৬; পৃষ্ঠা ২১-২৫ ও ২৬-৩২)।** সর্বোপরি ২০০৭ সালে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ কর্তৃক সেন্টারটির প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয় **(পরিশিষ্ট-০৭; পৃষ্ঠা ৩৩)**।

একাডেমীর ৩৯ ও ৪০তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম পরিচালনার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়নের বিষয়ে আলোচনা হয় এ ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম এর আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে একটি নীতিমালা অনুমোদিত হয় এবং সেন্টারটির কাজের কলেবর বৃদ্ধি পাওয়ায় উক্ত সভায় ৬০ জন জনবল সম্বলিত সংগঠনিক কাঠামো অনুমোদিত হয় **(পরিশিষ্ট-০৮; পৃষ্ঠা ৩৪-৫৪)**।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সিআইডব্লিউএম-এর কার্যকারিতা ও সফলতার উপর ভিত্তি করে একাডেমীর ৪০তম ও ৪১তম বোর্ড সভায় সিআইডব্লিউএম-এর আদলে একাডেমীতে (১) সীড এন্ড বায়োটেকনোলজি সেন্টার; (২) ক্যাটল গবেষণা ও উন্নয়ন সেন্টার; (৩) রিনিউএ্যাবল এনার্জি রিসার্চ সেন্টার; (৪) চর উন্নয়ন ও গবেষণা সেন্টার; (৫) কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার; এবং (৬) পল্লী পাঠশালা গবেষণা সেন্টার প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সিআইডব্লিউএম এর অনুমোদিত নীতিমালার বিধি-৬.৪ এর আলোকে এ সেন্টারের সূচনালগ্ন থেকে কাজের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন পদে লোকবল কাজ করে আসছিল। পরবর্তীতে ২০১৫ সালে সিআইডব্লিউএম এর অনুমোদতি সাংগঠনিক কাঠামোর বিপরীত ৫৫ জন এবং চুক্তি ভিত্তিক ৬৪ মোট ১১৯ জন জনবলের পদ ভিত্তিক একটি তালিকা প্রণয়ন ও যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদনক্রমে সেন্টারটি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী একাডেমীর বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ অনুষদ কর্মকর্তাগণ এ কেন্দ্রে কাজ করার সুযোগ রয়েছে। যার একটি তালিকা এতদসংগে সংযোজিত।

বর্তমানে সিআইডব্লিউএম -এ মোট ১৫১ জন জনবল (অগ্রানোগ্রামভূক্ত ও চুক্তি ভিত্তিক) নিয়োজিত আছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, সেন্টারটি মূলতঃ নিজস্ব আয় ও ব্যয়ের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়। সেন্টারের ব্যয় হ্রাসকরণের বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বর্তমানে অনুমোদিত তালিকাভূক্ত জনবলের মধ্য থেকে দক্ষ ও অভিজ্ঞ কিছু জনবল বিভিন্ন প্রকল্পে চুক্তি ভিত্তিক নিয়োজিত রয়েছে **(জনবল সংক্রান্ত তালিকা পরিশিষ্ট -০৯; পৃষ্ঠা ৫৫-৭৭)**।

এ সেন্টার প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এ পর্যন্ত সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট ০৮টি উন্নয়ন প্রকল্প একাডেমীর সিআইডব্লিউএম বাস্তবায়ন করেছে **(পরিশিষ্ট-১০; পৃষ্ঠা ৭৮-৯৭)**। এ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে একাডেমী ক্যাম্পাসে ৬ তলা বিশিষ্ট আধুনিকমানের একাটি অফিস ভবন, ১০ তলা বিশিষ্ট ট্রেনিং হোস্টেল, ওয়াটার টেস্টিং ল্যাব. সেচ প্রযুক্তি ওয়ার্কসপ নির্মাণসহ ১৮টি যানবাহন/গাড়ী সংগ্রহ/ক্রয় করে সিআইডব্লিউএম –এর কাজে ব্যবহার হয়ে আসছে (যানবাহনের তালিকা **(পরিশিষ্ট-১১; পৃষ্ঠা ৯৮)**।

**সিআইডব্লিউএম এর উল্লেখযোগ্য অর্জন**

- আরডিএ'র সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ বিভিন্ন জিও (ডিএই, এলজিইডি, পিডিবি, আরইবি, ডিপিএইচই, বিএমডিএ, সেতু কর্তৃপক্ষ, জেএফসিএল, বিসিক, রাজউক, এনএইচএ) ও এনজিও (ব্র্যাক, প্রশিকা, জিকেএফ) প্রতিষ্ঠানসহ ব্যক্তি মালিকাধীন পর্যায়ে মোট ২৬৮টি এলাকায় সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশের পানি সম্পদ উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে **(পরিশিষ্ট-১২; পৃষ্ঠা ৯৯-১০৯)**।
- সিআইডব্লিউএম এর নিজস্ব আয় থেকে এ পর্যন্ত ১৮২ জন লোকের চুক্তি ভিত্তিক চাকুরির সংস্থান করা হয়েছে। পরোক্ষভাবে বলা যায় যে, ২৪৮টি পরিবারের জীবন জীবিকার ব্যবস্থা নিশ্চিত হয়েছে।

- সিআইডব্লিউএম-এর নিজস্ব আয় থেকে যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার পর প্রতি বছর একাডেমীর স্থানীয় রাজস্ব বাজেটে কমপক্ষে ১০ লক্ষ টাকা যোগান দিয়ে আসছে। বর্তমানে যা বৃদ্ধি করে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২৫.০০ লক্ষ ও ২০১৯-২০ অর্থবছরেও পূর্বের বছরের ন্যায় অর্থ যোগান দেয়া হয়েছে।
- সরকারের রাজস্ব ব্যয় ছাড়াই নিজস্ব আয়ের মাধ্যমে সরকারী ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হওয়ায় এ সেন্টারটি দেশে অন্যান্য নজির/দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
- সিআইডব্লিউএম এর কাজের সফলতায় পানি সম্পদের বহুমুখী ব্যবহারের মডেলটির জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে।
- সীড ক্যাপিটাল বাবদ বিভিন্ন প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত মোট ৫৭২৫.২২ লক্ষ টাকা দেশের বিভিন্ন উপ-প্রকল্পে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে মোট ১৪৪৮২.৬৭ লক্ষ টাকা আরডিএ ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে ২০০৮ হতে পরিচালিত হচ্ছে। নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত মোট ৩৮২টি উপ-প্রকল্প এলাকায় আরডিএ ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
- সেন্টারের নিজস্ব আয় থেকে ইতোমধ্যে মোট ১০টি এলাকায় একাডেমীর উদ্ভাবিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হয়েছে।
- একাডেমীর সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনায় উদ্ভাবিত প্রযুক্তির স্বীকৃতি স্বরূপ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন **(পরিশিষ্ট-১৩; পৃষ্ঠা ১১০)**।

সেচ ও পানি ব্যবস্থাপনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও দলিল সংরক্ষণের প্রয়াস হিসেবে গ্রন্থাকারে সংগৃহীত। এতদ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের আরো সঠিক ইতিহাস ও ডক্যুমেন্ট/প্রমানক দৃষ্টি গোচরে আনায়ন করা হলে তা সন্নিবেশ করা হবে।

সম্পাদনা পর্ষদ